

## Avgt` i Df'i k`

ti wVI ^mKZ (mgcMIZ, cO I cOIZ. mly'vq)  
 tKv÷ dvDfÜkfb i A½-cOZovb ntj v ti wVI  
 ^mKZ| tKv÷ dvDfÜkfb t`tki Ab`Zg  
 temi Kvi x Dbqb ms`v, hv K· evRvfi ev`Évqb  
 Ki tQ cOg KigDvbw ti wVI | KigDvbw ti wVI  
 `vbxq gvbTj i m`úMIZ, Rieb I cOIZ.i  
 cOZvwaZjKi te| K· evRvfi Ávb wfiÉK Ges  
 gvbewaKvfi i cOZ kOvkj mgvR vbgvTj,  
 wtkl Kfi eqtmvÜKvTj i tQfj Ges tqtqt` i  
 Rb` KvR Ki te GB KigDvbw ti wVI | b`vh`Zv  
 I b`vqvePvi wfiÉK MYZwšK mgvR vebgvTj  
 Ges Rieb I cOIZ. i y'vq Z` I Abg'v cO'i  
 Ki te|



[/radiosaikat 99.0](https://www.facebook.com/radiosaikat99.0) [radiosaikat.net](http://radiosaikat.net)

kTzi cOvtc K· evRvfi i nvmcvZvj `tjvZ evotQ WUv RibZ wki` ti wMxi  
 msL'v

কমতে শুরু করেছে তাপমাত্রা। ঘর থেকে বের হলেই কনকনে বাতাসে বেড়েছে শীতের প্রকোপ। ফলে বাড়ছে ঠান্ডা, শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি, চর্মরোগসহ শীতকালীন নানা রোগ। সারাদেশের ন্যায় কক্সবাজারের হাসপাতাল গুলোতেও বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা। সবচেয়ে বেশি ভুগছে শিশুরা।



ফুয়াদ আল খতিব হাসপাতাল ঘুরে জানা গেছে, শীতের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে বেড়েছে বিভিন্ন রোগ। অনেক বাবা-মা সর্দি, জ্বর, কাশি, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট ও ডায়েরিয়াসহ শীতজনিত নানা রোগে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন। ডাক্তার দেখাতে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রতিনিয়ত লাইন ধরে ভিড় করছে শিশু বিশেষজ্ঞের কক্ষের সামনে। প্রতি বছর শীতেই ঠান্ডার সমস্যা হয় শিশুসহ পরিবারের কোনো না কোন সদস্যের কয়েকদিন পর পরেই সর্দি, জ্বর, কাশি ডায়েরিয়া দেখা দেয় বলে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন বলে জানান অভিভাবকরা। ফুয়াদ আল খতিব হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার বলেন, শীতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় বাতাসে জীবাণুর পরিমাণ বাড়ে। এ কারণে ভাইরাসজনিত রোগে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকলে ঠান্ডাজনিত সমস্যাও বেশি হয়। করোনার এ সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

## ti wVI Abg'v (wky'v½b)



বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এই ভাইরাসে বিধ্বস্ত। বর্তমানে অনলাইনে যে শিক্ষামূলক কার্যক্রম চলছে তা কোনোভাবেই আমাদের সাধারণ শিক্ষার কার্যক্রমের সমমানের হতে পারছে না। কোমল মতি শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছি নতুন বছরের প্রথম দিনে হাতে নতুন বই পেলেও খুশি মনে স্কুলে যেতে পারছে না ক্ষুদ্রে শিক্ষার্থীরা। চেনা ছাণ, চেনা আমেজ। হাতে বাকবাক নতুন পাঠ্যবই। বইয়ের গন্ধে প্রাণখোলা হাসিতে খুনসুটিতে কোমলমতি শিশু-কিশোররা চাচ্ছে বিদ্যালয়ে যেতে। আজকের শিশুরা আগামীর ভবিষ্যৎ। মহামারি করোনার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা এভাবে চলতে থাকলে ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি অযোগ্য জাতিতে পরিণত হবার আশঙ্কা রয়েছে মনে করছেন অভিভাবকরা।

সংক্রমণ বেড়ে যাবার কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার চ্যালেঞ্জ বেড়েই চলেছে। কারণ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা যেভাবে সরাসরি শ্রেণিকক্ষে মুখোমুখি শিক্ষণ করতেন তা আর সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন, তাই এই অনলাইন সিস্টেম নিয়ে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে বলে জানান সিনিয়র শিক্ষক নুরে জান্নাত।

অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় মৌসুমী মনীষা। ফেসবুক পেইজ হলো [www.Facebook.com/Radiosaikat](http://www.Facebook.com/Radiosaikat) ওয়েভ সাইডে লগিন করণ [www.radiosaikat.net](http://www.radiosaikat.net) এ।

## tiwWI Abôvb (KlYy KlYx)

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি। বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় নারীর অবদান উল্লেখযোগ্য। গ্রামে বসবাসরত প্রতিটি নারীই নিজ নিজ পরিবারে কৃষি ও কৃষিকাজের সাথে জড়িত। প্রত্যক্ষভাবে কৃষিখামার কিংবা কৃষিজমিতে কাজ করা নারীর সংখ্যা কম হলেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক নারীকে এই খাতে শ্রম দিতে হয়।

তুলে ধরেছি, কৃষিতে নারীর অবদান নিয়ে এমনি কিছু দৃষ্টান্ত। গিয়েছিলাম কক্সবাজার জেলার সোনাপাড়া গ্রামে। কথা বলি রুনা বেগমের সাথে। বলেন, ঘরের কাজের পাশাপাশি কৃষি কাজও করে আসছি অনেক বছর ধরে। আগে গ্রামীণ সমাজে পুরুষরাই মাঠে কৃষি কাজ এবং নারীরা রান্নাবান্না আর সন্তান লালনপালন নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকাজে এগিয়ে এসেছে নারীরা।

তিনি আরো বলেন, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে রবিশস্য উৎপাদন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, সবজি ও মৎস্য চাষ, বনায়ন এসব কাজে আমি অবদান রাখছি। এখন বর্তমানে আমার ক্ষেত্রে শীতকালীন সবজী টমেটো, শীমসহ আরো বিভিন্ন প্রকার সবজী চাষ করে সফলতার মুখ দেখেছেন।

ফসলের ক্ষেত্রে ধানের বীজ বপন করা থেকে শুরু করে সার দেওয়া, আগাছা দমন, কীটনাশক ছিটানো, ধান কেটে ঘরে তোলাসহ সব কাজই করে থাকি। আবার বাড়ির পাশে কিংবা উঠানে অনাবাদি জায়গায় শাক-সবজি, ফলফলাদির আবাদ করে সংসারে বাড়তি রোজগার করেন বলেও জানান। এতে পরিবারের খরচ মিটানোর পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও তাদের অবদান বাড়ছে।

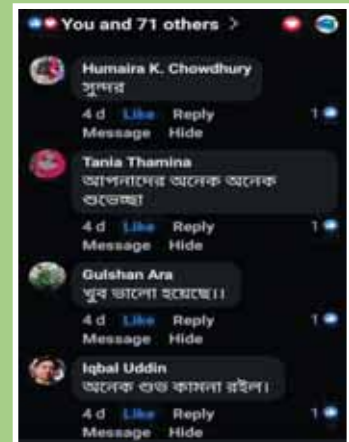
অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় মৌসুমী মনীষা। ফেসবুক পেইজ হলো [www.Facebook.com/Radiosaikat](http://www.Facebook.com/Radiosaikat) ওয়েব সাইটে ভিজিট করণ [www.radiosaikat.net](http://www.radiosaikat.net) এ।



## tkôv gZvgZ



- ✓ `vbxq msev` cKôtki K\_y e†j b |
- ✓ tLj vajv weI qK tCÔÖ t††q†Ob |
- ✓ Mew` ci` cj b wb†q tCÔÖ t††q†Ob |



thvM†hwM:

j dvb Avi v ûi x tKv-Aw††Ui, tiwWI `mKZ| tcvb: 01713328846  
B-tgBj : [hury.coast@gmail.com](mailto:hury.coast@gmail.com), 75 j vBU nvDR, Kj vZj x, K- evRwi |